ইব্রীয়দের প্রতি পত্র

ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মাধ্যমে কথা বলেছেন

1 অতীতে ঈশ্বর ভাববাদীদের মাধ্যমে বহুবার নানাভাবে আমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। 2এখন এই শেষের দিনগুলোতে ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আবার কথা বললেন। ঈশ্বর তাঁর পুত্রের দ্বারাই সমগ্র জগত সৃষ্টি করেছেন। তাঁর পুত্রকেই সবকিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন। 3একমাত্র ঈশ্বরের পুত্রই ঈশ্বরের মহিমার ও তাঁর প্রকৃতির মূর্ত প্রকাশ। ঈশ্বরের পুত্র তাঁর পরাক্রান্ত বাক্যের দ্বারা সবকিছু ধরে রেখেছেন। সেই পুত্র মানুষকে সমস্ত পাপ থেকে শুচি করেছেন। তারপর স্বর্গে ঈশ্বরের মহিমার ডানপাশের আসনে বসেছেন। 4ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে এমন এক নাম দিয়েছেন যা স্বর্গদূতদের নাম থেকে শ্রেষ্ঠ; আর স্বর্গদূতদের তুলনায় তিনি হয়ে উঠেছেন আরো মহান।

5কারণ ঈশ্বর ঐ স্বর্গদূতদের মধ্যে কাকে কখন বলেছিলেন,

"তুমি আমার পুত্র; আজ আমি তোমার পিতা হয়েছি।" *গীতসংহিতা 2:7*

আবার ঈশ্বর কখনই বা স্বর্গদূতদের বলেছেন,

"আমি তার পিতা হব আর সে আমার পুত্র হবে।" *2 শমূয়েল 7:14*

6আবার তাঁর প্রথম পুত্রকে যখন তিনি জগতে নিয়ে এলেন তখন ঈশ্বর বললেন,

"ঈশ্বরের সমস্ত স্বর্গদূতেরা তাঁর উপাসনা করুক।" *দ্বিতীয় বিবরণ 32:43*

7স্বর্গদূতদের বিষয়ে ঈশ্বর বলেন:

"আমার স্বর্গদূতদের আমি বায়ুর মতো করে আর আমার সেবকদের আগুনের শিখার মতো করে তৈরী করি।" *গীতসংহিতা 104:4*

8কিন্তু তাঁর পুত্রের বিষয়ে ঈশ্বর বলেন:

"হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন হবে চিরস্থায়ী; আর ন্যায় বিচারের মাধ্যমে তুমি তোমার রাজ্য শাসন করবে।

9তুমি ন্যায়কে ভালবাস এবং অন্যায়কে ঘৃণা কর। এই কারণে তোমার ঈশ্বর তোমাকে পরম আনন্দ দিয়েছেন; তোমার সঙ্গীদের থেকে তোমায় অধিক পরিমাণে দিয়েছেন।" *গীতসংহিতা 45:6-7*

10ঈশ্বর একথাও বলেছেন:

"হে প্রভু, আদিতে তুমিই পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করেছ; স্বর্গ তোমারই হাতের সৃষ্টি।

11সেসব একদিন অদৃশ্য হয়ে যাবে; কিন্তু তুমিই নিত্যস্থায়ী। সেসব পোশাকের মতো পুরানো হয়ে যাবে।

12তুমি সেসব পোশাকের মতো গুটিয়ে রাখবে; আর পোশাকের মতো সেগুলির পরিবর্তন হবে। কিন্তু তোমার কোন পরিবর্তন হবে না, তোমায় আয়ুরও শেষ হবে না।" *গীতসংহিতা 102:25-27*

13কিন্তু ঈশ্বর স্বর্গদূতদের মধ্যে কাউকে কখনও বলেন নি:

"আমি তোমার শত্রুদের যতক্ষণ না তোমার পদানত করি, তুমি আমার ডানপাশে বস।" *গীতসংহিতা 110:1*

14ঐ স্বর্গদূতেরা কি পরিচর্যাকারী আত্মা নয়? আর যারা পরিত্রাণ লাভ করেছে তাদের পরিচর্যা করার জন্যই কি এদের পাঠানো হয় নি?

আমাদের পরিত্রাণ বিধি-ব্যবস্থা থেকে মহান

2 এই জন্য যে বাণী আমরা শুনেছি, তাতে আরো ভালভাবে মন দেওয়া আমাদের উচিত, যেন আমরা তার প্রকৃত পথ থেকে বিচ্যুত না হই। 2যে শিক্ষা স্বর্গদূতদের মুখ দিয়ে ঈশ্বর জানিয়েছিলেন ও যা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল, সেই শিক্ষা যখনই ইহুদীরা অমান্য করে অবাধ্যতা দেখিয়েছে– তাদের শাস্তি হয়েছে। 3তখন এমন মহৎ এই পরিত্রাণ যা আমাদেরই জন্য এসেছে তা অগ্রাহ্য করলে আমরা কিভাবে রক্ষা পাব? এই পরিত্রাণের কথা প্রভু স্বয়ং ঘোষণা করেছিলেন; আর যারা তাঁর কাছ থেকে এই বাণী শুনেছিল, তারাই আমাদের কাছে এই পরিত্রাণের সত্যতা প্রমাণ করল। 4ঈশ্বরও নানা সঙ্কেত, আশ্চর্যজনক কাজ, অলৌকিক ঘটনা ও মানুষকে দেওয়া পবিত্র আত্মার নানা বরদানের মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী এবিষয়ে সাক্ষ্য রেখেছেন।

খ্রীষ্ট তাদের রক্ষার্থে মানুষের মতো হয়েছিলেন

5বাস্তবিক যে জগতের বিষয়ে আমরা বলছি, ঈশ্বর সেই ভাবী জগতকে তাঁর স্বর্গদূতদের কর্তৃত্বাধীন রাখেন নি। 6এটা শাস্ত্রের কোন এক জায়গায় লেখা আছে:

"হে ঈশ্বর, মানুষ এমন কি যে তার বিষয়ে তুমি চিন্তা কর? অথবা মানবসন্তানই বা কে যে তুমি তার কথা ভাব?

7তুমি তাকে অল্প সময়ের জন্যই স্বর্গদূতদের থেকে নীচুতে রেখেছিলে; কিন্তু তুমি তাকেই পরালে সম্মান ও মহিমার মুকুট।

[8]আর সবকিছুই তুমি রাখলে তার পদতলে।”
গীতসংহিতা 8:4-6

সবকিছু তার অধীনে করাতে কোন কিছুই তার কর্তৃত্বের বাইরে রইল না, যদিও এখন আমরা অবশ্য সবকিছু তার অধীনে দেখছি না ; [9]কিন্তু আমরা যীশুকে দেখেছি, যাঁকে অল্পক্ষণের জন্য স্বর্গদূতদের থেকে নীচে স্থান দেওয়া হয়েছিল। সেই যীশুকেই এখন সম্মান আর মহিমার মুকুট পরানো হয়েছে, কারণ তিনি মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেছেন এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে সকল মানুষের জন্য মৃত্যুকে আস্বাদন করেছেন।

[10]কেবল ঈশ্বরই সেই জন যাঁর দ্বারা সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে এবং সবকিছুই তাঁর মহিমার জন্য, তাই অনেক সন্তানকে তাঁর মহিমার ভাগীদার করতে ঈশ্বর প্রয়োজনীয় কাজটিই করলেন। তিনি তাদের পরিত্রাণের প্রবর্তক যীশুকে নির্যাতন ভোগের মাধ্যমে সিদ্ধ ত্রাণকর্তা করেছেন। [11]যিনি পবিত্র করেন আর যারা পবিত্র হয়, তারা সকলে এক পরিবারভুক্ত। সেই কারণেই তিনি তাদের ভাই বলে ডাকতে লজ্জিত নন। [12]যীশু বলেন,

“হে ঈশ্বর, আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার নাম প্রচার করব, মণ্ডলীর মধ্যে তোমার প্রশংসা গান করব।” *গীতসংহিতা 22:22*

[13]তিনি আবার বলেছেন,

“আমি ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করব।”
যিশাইয় 8:17

তিনি আবার এও বলেছেন,

“দেখ, এই আমি ও আমার সঙ্গে সেই সন্তানদের, ঈশ্বর আমাকে যাদের দিয়েছেন।” *যিশাইয় 8:18*

[14]ভাল, সেই সন্তানরা যখন রক্তমাংসের মানুষ, তখন যীশু নিজেও তাদের স্বরূপের অংশীদার হলেন। যীশু এইরকম করলেন যেন মৃত্যুর মাধ্যমে মৃত্যুর অধিপতি দিয়াবলকে ধ্বংস করতে পারেন; [15]আর যারা মৃত্যুর ভয়ে যাবজ্জীবন দাসত্বে কাটাচ্ছে তাদের মুক্ত করেন। [16]কারণ এটা পরিষ্কার যে তিনি স্বর্গদূতদের সাহায্য করেন না, কেবল অব্রাহামের বংশধরদেরই সাহায্য করেন। [17]সেইজন্য সবদিক থেকে যীশুকে নিজের ভাইদের মতো হতে হয়েছে যাতে তিনি মানুষের পাপের ক্ষমার জন্য একজন দয়ালু ও বিশ্বস্ত মহাযাজকরূপে ঈশ্বরের সাক্ষাতে দাঁড়াতে পারেন। [18]যীশু নিজে পরীক্ষা ও দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে গেছেন বলে যারা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তাদের যীশু সাহায্য করতে পারেন।

যীশু মোশির থেকে মহান

3 তাই তোমরা সকলে যীশুর বিষয়ে চিন্তা কর। ঈশ্বর যীশুকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসের মহাযাজক। আমার পবিত্র ভাই ও বোনেরা, আমি তোমাদের বলছি তোমরা এক স্বর্গীয় আহ্বান পেয়েছ। [2]ঈশ্বর যীশুকে আমাদের কাছে পাঠালেন আর তাঁকে তিনি আমাদের মহাযাজক করলেন। মোশির মতো যীশুও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। যীশুর কাছে ঈশ্বর যা কিছু চেয়েছিলেন, ঈশ্বরের সেই গৃহরূপ মণ্ডলীতে তিনি সে সবই করলেন। [3]কেউ যখন কোন গৃহ নির্মাণ করে তখন গৃহ থেকে গৃহনির্মাতার মর্যাদা অধিক হয়; যীশুর বেলায়ও ঠিক তাই হয়েছে, সুতরাং মোশির থেকে অধিক সম্মান যীশুরই প্রাপ্য। [4]প্রত্যেক গৃহ কেউ না কেউ নির্মাণ করে, কিন্তু ঈশ্বর সবকিছু নির্মাণ করেছেন। [5]মোশি ঈশ্বরের গৃহে সেবকরূপে বিশ্বস্তভাবে কাজ করেছিলেন আর ঈশ্বর ভবিষ্যতে যা বলবেন তা লোকদের কাছে মোশিই বললেন।

[6]কিন্তু খ্রীষ্ট পুত্র হিসাবে ঈশ্বরের গৃহের কর্তা। আমরা বিশ্বাসীরাই তাঁর গৃহ, আর তাই থাকব যদি আমরা আমাদের সেই মহান প্রত্যাশা সম্পর্কে সাহস ও গর্ব নিয়ে চলি।

আমরা অবশ্যই নিয়ত ঈশ্বরকে অনুসরণ করব

[7]তাই পবিত্র আত্মা যেমন বলছেন:

“আজ, তোমরা যদি ঈশ্বরের রব শোন,

[8]অতীত দিনের মতো হৃদয় কঠিন কোর না, যে দিন তোমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলে; সেদিন তোমরা প্রান্তরে ঈশ্বরের পরীক্ষা করেছিলে।

[9]সেই প্রান্তরে তোমাদের পিতৃপুরুষেরা চল্লিশ বছর ধরে আমার সমস্ত কীর্তি দেখতে পেয়েছিল, তবু তারা আমার ধৈর্য্য পরীক্ষা করল।

[10]তাই আমি এই জাতির ওপর ক্রুদ্ধ হলাম ও বললাম, ‘এরা সব সময় ভুল চিন্তা করে। এই লোকেরা কখনও আমার পথ বুঝল না।’

[11]তখন আমি ক্রুদ্ধ হয়ে এই শপথ করলাম : ‘তারা কখনই আমার বিশ্রামস্থানে প্রবেশ করতে পারবে না।’”
গীতসংহিতা 95:7-11

[12]আমার ভাই ও বোনেরা, দেখো, তোমরা সতর্ক থেকো, তোমাদের মধ্যে কারো যেন দুষ্ট ও অবিশ্বাসী হৃদয় না থাকে যা জীবন্ত ঈশ্বর থেকে তোমাদের দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। [13]তোমরা দিনের পর দিন একে অপরকে উৎসাহিত কর যতক্ষণ সময় “আজ” আছে। পাপের ছলনা যেন তোমাদের হৃদয়কে কঠিন না করে। [14]শুরুতে আমাদের যে বিশ্বাস ছিল যদি শেষ পর্যন্ত আমরা সেই বিশ্বাসে স্থির থাকি তাহলে আমরা সকলেই খ্রীষ্টের সহভাগী। [15]শাস্ত্র তো এই কথা বলে:

“আজ যদি তোমরা ঈশ্বরের রব শোন, তাহলে তোমাদের অন্তর কঠিন কোর না, যেমন সেই বিদ্রোহের দিনে করেছিলে।” *গীতসংহিতা 95:7-8*

[16]যারা ঈশ্বরের রব শোনার পরও তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, প্রশ্ন হল তারা কারা? মোশি যাদের মিশর থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলেন তারাই কি নয়? [17]আর কাদের ওপরই বা ঈশ্বর চল্লিশ বছর ধরে ক্রুদ্ধ ছিলেন? সেই লোকদের উপরে নয় কি যারা পাপ

করেছিল ও তার ফলে প্রান্তরে মারা পড়েছিল? 18তিনি
কাদের বিরুদ্ধেই বা শপথ করে বলেছিলেন, “এরা
আমার বিশ্রামের স্থানে প্রবেশ করতে পারবে না?”
যারা অবাধ্য হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে কি নয়? 19তাহলে
এখন আমরা দেখলাম যে, অবিশ্বাসের দরুণই তারা
ঈশ্বরের বিশ্রামের স্থানে প্রবেশ করতে পারল না।

4 ঈশ্বর সেই লোকদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা
এখনও আমাদের জন্য রয়েছে। এই সেই প্রতিশ্রুতি
যে, আমরা ঈশ্বরের বিশ্রামে প্রবেশ করতে পারব।
তাই আমাদের খুব সতর্ক থাকা দরকার, যেন তোমাদের
মধ্যে কেউ ব্যর্থ না হও। 2পরিত্রাণ লাভের জন্য সুসমাচার
যেমন ওদের কাছে প্রচার করা হয়েছিল তেমনি আমাদের
কাছেও করা হয়েছে, তবু সেই সুসমাচার শিক্ষা শুনেও
তাদের কোন শুভফল দেখা গেল না, কারণ তারা তা
শুনে বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে নি। 3আমরা যারা
বিশ্বাস করেছি, তারাই সেই বিশ্রামের স্থানে প্রবেশ করতে
সক্ষম। ঈশ্বর যেমন বলেছিলেন,

“আমি ক্রুদ্ধ হয়ে শপথ করেছি: ‘এরা কখনও
আমার বিশ্রামে প্রবেশ করতে পারবে না।’”

গীতসংহিতা 95:11

একথা ঈশ্বর বলেছেন যদিও ঈশ্বরের সমস্ত কাজ জগৎ
সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সমাপ্ত হয়েছিল। 4শাস্ত্রের কোন
কোন জায়গায় ঈশ্বর সপ্তাহের সপ্তম দিনের বিষয়ে
বলেছিলেন: “সৃষ্টির সমস্ত কাজ শেষ করে সপ্তম দিনে
তিনি বিশ্রাম করলেন।”* 5আবার শাস্ত্রের অন্য একস্থানে
ঈশ্বর বলেছেন: “আমার বিশ্রামে ঐ মানুষদের কখনই
প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।”
6তবুও একথা এখনও সত্য যে কেউ সেই বিশ্রামে
প্রবেশ করবে, কিন্তু সেই লোকেরা যারা প্রথমে
সুসমাচারের কথা শুনেছিল, অবাধ্য হওয়ার কারণে
সেখানে প্রবেশ করে নি। 7তখন ঈশ্বর আবার একটি
দিন স্থির করলেন, আর সেই দিনের বিষয়ে তিনি বললেন,
“আজ”। ঈশ্বর এর বহুদিন পর রাজা দায়ূদের মাধ্যমে
এই দিনটির বিষয়ে বলেছিলেন। যেমন এ বিষয়ে আগেই
শাস্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে:

“আজ যদি তোমরা ঈশ্বরের রব শোন, তবে অতীত
দিনের মতো তোমাদের হৃদয় কঠিন কোর না।”

গীতসংহিতা 95:7-8

8যিহোশূয় তাদেরকে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত বিশ্রামের মধ্যে
নিয়ে যেতে পারেন নি। এবিষয়ে আমরা জানি কারণ
ঈশ্বর এরপর আবার বিশ্রামের জন্য আর এক দিনের
“আজ” কথা উল্লেখ করেছেন। 9এতে বোঝা যায় যে
ঈশ্বরের লোকদের জন্য সেই সপ্তম দিনে যে বিশ্রাম তা
আসছে, 10কারণ ঈশ্বর তাঁর কাজ শেষ করার পর বিশ্রাম
করেছিলেন। তেমনি যে কেউ ঈশ্বরের বিশ্রামে প্রবেশ
করে সেও ঈশ্বরের মত তার কাজ শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন
করে। 11তাই এস, আমরাও ঈশ্বরের সেই বিশ্রামে প্রবেশ
করতে প্রাণপণ চেষ্টা করি, যাতে কেউ অবাধ্যতার পুরানো
দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পতিত না হই। 12ঈশ্বরের বাক্য
জীবন্ত ও সক্রিয়। তাঁর বাক্য দুপাশে ধারযুক্ত তরবারির
ধারের থেকেও তীক্ষ্ণ। এটা প্রাণ ও আত্মার গভীর
সংযোগস্থল এবং সন্ধি ও অস্থির কেন্দ্র ভেদ করে
মনের চিন্তা ও ভাবনার বিচার করে। 13ঈশ্বরের সামনে
কোন সৃষ্ট বস্তুই তাঁর অগোচরে থাকতে পারে না, তিনি
সব কিছু পরিষ্কারভাবে দেখতে পান। তাঁর সাক্ষাতে
সমস্ত কিছুই খোলা ও প্রকাশিত রয়েছে, আর তাঁরই
কাছে একদিন সব কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে।

ঈশ্বরের সামনে আসতে যীশু আমাদের সাহায্য করেন

14আমাদের এক মহাযাজক আছেন, যিনি স্বর্গে
ঈশ্বরের সাথে বাস করতে গেছেন। তিনি যীশু, ঈশ্বরের
পুত্র, তাই এসো আমরা বিশ্বাসে অবিচল থাকি।
15আমাদের মহাযাজক যীশু আমাদের দুর্বলতার কথা
জানেন। যীশু এই পৃথিবীতে সবরকমভাবে প্রলোভিত
হয়েছিলেন। আমরা যেভাবে পরীক্ষিত হই যীশু
সেইভাবেই পরীক্ষিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কখনও
পাপ করেন নি। 16সেইজন্যে বিশ্বাসে ভর করে করুণা
সিংহাসনের সামনে এসো, যাতে আমাদের প্রয়োজনে
আমরা দয়া ও অনুগ্রহ পেতে পারি।

5 প্রত্যেক ইহুদী মহাযাজককে মানুষের ভেতর থেকে
মনোনীত করা হয়। ঈশ্বর বিষয়ে লোকেদের যা
করণীয় সেই কাজে সাহায্য করার জন্য যাজককে নিয়োগ
করা হয়। সেই যাজক লোকদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের
জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উপহার ও বলি উৎসর্গ করেন।
2অন্যান্য লোকদের মতো মহাযাজকও দুর্বল। তিনি অপর
মানুষের অজ্ঞতা ও বিচ্যুতি থাকলেও তাদের সঙ্গে
নরম ব্যবহার করতে সমর্থ যেহেতু তিনিও অন্যান্য
লোকদের মতো নিজের দুর্বলতার দ্বারা বেষ্টিত।
3মহাযাজক মানুষের পাপের জন্য যে বলি উৎসর্গ করেন
তার সাথে নিজে দুর্বল বলে নিজের পাপের জন্যও
তাকে বলি উৎসর্গ করতে হয়।
4মহাযাজক হওয়া সম্মানের বিষয়, আর কেউই
নিজের ইচ্ছানুসারে এই মহাযাজকের সম্মানজনক পদ
নিতে পারে না। হারোণকে যেমন এই কাজের জন্য
ঈশ্বর ডেকেছিলেন, তেমনি প্রত্যেক মহাযাজককে ঈশ্বরই
ডাকেন। 5কথাটা খ্রীষ্টের বেলায়ও প্রযোজ্য। খ্রীষ্ট
মহাযাজক হয়ে গৌরব নেবার জন্য নিজেকে মনোনীত
করেন নি; কিন্তু ঈশ্বরই খ্রীষ্টকে মনোনীত করলেন।
ঈশ্বর খ্রীষ্টকে বললেন,

“তুমি আমার পুত্র; আজ আমি তোমার পিতা
হলাম।” *গীতসংহিতা 2:7*

6আর অন্য গীতে ঈশ্বর বললেন,

“তুমি মল্কীষেদকের* মতো চিরকালের জন্য
মহাযাজক হলে।” *গীতসংহিতা 110:4*

“সৃষ্টির ... করলেন” আদি 2:2

মল্কীষেদক অব্রাহামের সময়ে এই নামে একজন যাজক এবং রাজা বাস করতেন। আদি 14:17-24

7খ্রীষ্ট যখন এ জগতে ছিলেন তখন সাহায্যের জন্য
তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। ঈশ্বরই তাঁকে
মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে সমর্থ আর যীশু ঈশ্বরের
নিকট প্রবল আর্তনাদ ও অশ্রুজলের সঙ্গে প্রার্থনা
করেছিলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি তাঁর নম্রতা ও বাধ্যতার
জন্য ঈশ্বর যীশুর প্রার্থনার উত্তর দিয়েছিলেন। 8যীশু
ঈশ্বরের পুত্র হওয়া সত্ত্বেও দুঃখভোগ করেছিলেন ও
দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে বাধ্যতা শিখেছিলেন। 9এইভাবে
যীশু মহাযাজকরূপে পূর্ণতা লাভ করলেন; আর তাই
তাঁর বাধ্য সকলের জন্য তিনি হলেন চিরকালের
পরিত্রাণের পথ। 10ঈশ্বর এইজন্যে তাঁকে মল্কীষেদকের
মত মহাযাজক বলে ঘোষণা করলেন।

যীশুতে স্থির থাকতে অনুরোধ

11এই বিষয়ে আমাদের অনেক কিছু বলার আছে;
কিন্তু তোমাদের কাছে তার অর্থ ব্যাখ্যা করা কঠিন,
কারণ তোমরা তা বুঝতে চেষ্টা করো না। 12এতদিনে
তোমাদের শিক্ষক হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু এটা বোধ
হয় প্রয়োজনীয় যে তোমাদেরকে ঈশ্বরের বাণীর প্রাথমিক
বিষয়গুলি কেউ শেখায়। কোন শক্ত খাবার নয় তোমাদের
প্রয়োজন দুধের। 13যার দুধের প্রয়োজন সে তো শিশু।
সেই ব্যক্তির ধার্মিকতার বিষয়ে যে শিক্ষা আছে সে
সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা নেই। 14কিন্তু শক্ত খাবার
তাদেরই জন্য যারা শিশুর মতো আচরণ করে না এবং
আত্মায় পরিপক্ক। নিজেদের শিক্ষা দিয়ে ও তা অভ্যাস
করে তারা ভাল মন্দের বিচার করতে শিখেছে।

6 এই জন্য খ্রীষ্টের বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের
শেষ করে ফেলা উচিত। যা নিয়ে আমরা শুরু
করেছিলাম পুনরায় সেই পুরানো শিক্ষামালার দিকে
আর আমাদের ফিরে যাওয়া ঠিক নয়। মন্দ বিষয়
থেকে ফেরা, ঈশ্বরে বিশ্বাস করা এইসব করে আমরা
খ্রীষ্টেতে জীবন শুরু করেছিলাম। 2সেই সময় বিভিন্ন
রকম বাপ্তিস্ম ও হস্তার্পণের বিষয়ে আমাদের শিক্ষা
দেওয়া হয়েছিল। মৃতদের পুনরুত্থানের বিষয়ে শিক্ষা
ও অনন্ত বিচার সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু
এখন সেই সব থেকে আমাদের এগিয়ে যাওয়া ও
উন্নত শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার। 3ঈশ্বর যদি চান তবে
আমরা এই কাজ করব।

4-6যারা একবার অন্তরে সত্যের আলো পেয়েছে,
স্বর্গীয় দানের আস্বাদ পেয়েছে ও পবিত্র আত্মার
অংশীদার হয়েছে আর ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে যে মঙ্গল
নিহিত আছে তার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে ও ঈশ্বরের
নতুন জগতের পরাক্রমের কথা জানতে পেরেছে অথচ
তারপর খ্রীষ্ট থেকে দূরে সরে গেছে, এমন লোকদের
মন পরিবর্তন করে খ্রীষ্টের পথে তাদের ফিরিয়ে আনা
আর সম্ভব নয়। কারণ তারা ঈশ্বরের পুত্রকে অগ্রাহ্য
করে তাঁকে আবার ক্রুশে দিচ্ছে ও সকলের সামনে
তাঁকে উপহাসের পাত্র করছে।

7যে জমি বারবার বৃষ্টি শুষে নেয় ও যারা তা চাষ
করে তাদের জন্য ভাল ফসল উৎপন্ন করে, সে জমি
যে ঈশ্বরের আশীর্বাদে ধন্য তা বোঝা যায়। 8কিন্তু যদি
সেই জমি শেয়ালকাঁটা ও কাঁটাঝোপে ভরে যায় তবে
তা অকর্ম্মণ্য জমি, তার ঈশ্বরের অভিশাপে অভিশপ্ত
হবার ভয় আছে এবং তা আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে
যাবে।

9আমার প্রিয় বন্ধুরা, যদিও আমরা এরূপ বলছি,
তবু তোমাদের বিষয়ে আমাদের এমন দৃঢ় নিশ্চয়তা
আছে যে, তোমাদের অবস্থা এর থেকে ভালো আর
তোমরা যা কিছু করবে তা তোমাদের পরিত্রাণ লাভেরই
পদক্ষেপ বিশেষ। 10ঈশ্বর ন্যায় বিচারক, তোমাদের সব
সৎকর্মের কথা ঈশ্বর মনে রাখেন। তাঁর লোকদের
তোমরা যে সাহায্য করেছ ও এখনও করে থাক, এর
দ্বারা তোমরা ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের ভালবাসাই প্রকাশ
করেছ, এও কি তিনি ভুলতে পারেন? 11কিন্তু আমরা
চাই যেন তোমাদের প্রত্যেকে তাদের সমস্ত জীবনে
একই রকম তৎপরতা দেখায়, যাতে তোমরা সম্পূর্ণভাবে
নিশ্চিত হতে পার যে তোমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ হবে।

12আমরা চাই না যে তোমরা অলস হও; কিন্তু
আমরা চাই যারা বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের দ্বারা ঈশ্বরের
প্রতিশ্রুতি লাভ করে, তোমরাও তাদের মতো হও।

13ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে একটি প্রতিশ্রুতি
দিয়েছিলেন আর ঈশ্বর থেকে মহান কেউ নেই। তাই
তাঁর থেকে মহান কোন ব্যক্তির নামে শপথ করতে না
পারাতে তিনি নিজের নামে শপথ করলেন। 14তিনি
বললেন, "আমি অবশ্যই তোমাকে আশীর্বাদ করব ও
তোমার বংশ অগণিত করব।"* 15এই প্রতিশ্রুতির বিষয়ে
অব্রাহাম ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করলেন, পরে ঈশ্বর যা
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা তিনি লাভ করলেন।

16সাধারণ মানুষ যখন তার থেকে মহান কোন
ব্যক্তির নাম নিয়ে শপথ করে, সে তার প্রতিশ্রুতি পালন
করবে কিনা সে বিষয়ে এই শপথের দ্বারা সব সংশয়ের
অবসান হয়, সব তর্কের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। 17ঈশ্বর যে
প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেই প্রতিজ্ঞার উত্তরাধিকারীদের
তিনি শপথের মাধ্যমে আরও নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে
চাইলেন যে তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা অপরিবর্ত্তনীয়। 18ঈশ্বরের
প্রতিশ্রুতি ও শপথ কখনও বদলায় না। ঈশ্বর মিথ্যা
কথা বলেন না ও শপথ করার সময়ে ছল করেন না।
অতএব আমরা যারা নিরাপত্তার জন্যে ঈশ্বরের কাছে
ছুটে যাই, তাদের পক্ষে এই বিষয়গুলি বড় সান্ত্বনার। ঐ
বিষয় দুটি ঈশ্বরের প্রদত্ত আশাতে জীবন অতিবাহিত
করার জন্য আমাদের সান্ত্বনা ও শক্তি যোগাবে।

19আমাদের জীবন সম্পর্কে আমাদের যে প্রত্যাশা
আছে তা নোঙরের মত দৃঢ় ও অটল। তা পর্দার
আড়ালে স্বর্গীয় মন্দিরের পবিত্র স্থানে আমাদের প্রবেশ
করায়। 20যীশু যিনি মল্কীষেদকের রীতি অনুযায়ী
চিরকালের জন্য মহাযাজক হলেন; তিনি আমাদের
হয়ে সেখানে প্রবেশ করেছেন এবং আমাদের জন্য পথ
খুলে দিয়েছেন।

"আমি ... করব" আদি 22:17

যাজক মল্কীষেদক

7 এই মল্কীষেদক শালেমের রাজা ও পরাৎপর ঈশ্বরের
যাজক ছিলেন। অব্রাহাম যখন রাজাদের পরাস্ত করে
ঘরে ফিরছিলেন তখন এই মল্কীষেদক অব্রাহামের সঙ্গে
সাক্ষাৎ করে তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। 2অব্রাহাম
যুদ্ধ জয় করে যা কিছু পেয়েছিলেন তার দশ ভাগের
একভাগ তাকে দিয়েছিলেন। মল্কীষেদকের নামের অর্থ
হল, “ন্যায়ের রাজা”, এরপর তিনি আবার “শালেমের
রাজা” অর্থাৎ “শান্তিরাজ”। 3মল্কীষেদকের মা, বাবা,
বা তার পূর্বপুরুষের কোন বংশতালিকা পাওয়া যায়
না, তার শুরু বা শেষের কোন নথি নেই। ঈশ্বরের
পুত্রের মতো তিনি হলেন অনন্তকালীন যাজক।

4তাহলে তোমরা দেখলে, মল্কীষেদক কতো মহান
ছিলেন। এমন কি আমাদের কুলপিতা অব্রাহাম যুদ্ধ
জয় করে লুঠ করা দ্রব্যের দশ ভাগের এক ভাগ তাঁকে
দিয়েছিলেন। 5লেবির সন্তানদের মধ্যে যারা যাজক হন
তাঁরা তাদের ভাই ইস্রায়েলের সন্তানদের কাছ থেকে
বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে এক দশমাংশ গ্রহণ করার অধিকার
লাভ করেন, যদিও তারা উভয়েই অব্রাহামের বংশধর।
6মল্কীষেদক লেবির বংশের ছিলেন না, কিন্তু তিনি
অব্রাহামের কাছ থেকে দশমাংশ নিয়েছিলেন; আর ঈশ্বর
যাকে আশীর্বাদ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন সেই
অব্রাহামকে আশীর্বাদ করেছিলেন। 7এ বিষয়ে কোন
সন্দেহ নেই যে ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিই সব সময় মহত্তর ব্যক্তির
কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ করে। 8ইহুদী যাজকরা
মরণশীল হয়েও এক দশমাংশ পান; কিন্তু মল্কীষেদক
যিনি অব্রাহামের কাছ থেকে এক দশমাংশ পেয়েছিলেন
তিনি জীবিত, শাস্ত্র এই কথা বলে। 9আবার এও বলা
যেতে পারে যে লেবি নিজেও অব্রাহামের মধ্য দিয়ে
মল্কীষেদককে দশমাংশ দিয়েছেন। 10মল্কীষেদক যখন
অব্রাহামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তখন লেবি তাঁর
পিতৃকুলপতির (অব্রাহামের) দেহে অবস্থান করছিলেন।

11যারা যাজকের কাজ করতেন সেই লেবির
বংশধরদের কাজের উপর ভিত্তি করে ঈশ্বর
ইস্রায়েলীয়দের তাঁর বিধি-ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। সেই
যাজকের মাধ্যমে যখন লোকেরা আত্মিকভাবে সিদ্ধতা
লাভ করতে পারে নি তখন অন্য এক যাজকের আসার
প্রয়োজন হল। অন্য একজন যাজক যিনি হারোণের
মতো নন কিন্তু মল্কীষেদকের মতো। 12যখন যাজকত্ব
বদলানো হয় তখন বিধি-ব্যবস্থারও পরিবর্তন আবশ্যক
হয়ে পড়ে। 13আমরা এসব কথা খ্রীষ্টের বিষয়ে বলছি।
তিনি তো অন্য বংশভুক্ত। সেই বংশের কেউ তো
যাজকরূপে যজ্ঞবেদীর পরিচর্যা কখনও করেন নি।
14কারণ এটা সুস্পষ্ট যে আমাদের প্রভু যিহূদা বংশ
থেকেই এসেছেন; আর এই বংশের ব্যাপারে মোশি
যাজক হওয়ার বিষয়ে কিছুই বলেন নি।

যীশু মল্কীষেদকের মতোই যাজক

15এই বিষয়গুলি আরও সুস্পষ্ট হয়ে যায় যখন
আমরা মল্কীষেদকের মতো আর একজন যাজককে
উৎপন্ন হতে দেখি। 16তিনি মানুষের রীতি-নীতি এবং
বিধি-ব্যবস্থা অনুযায়ী যাজক হন নি, কিন্তু তিনি অবিনশ্বর
জীবনী শক্তির অধিকারী হয়েই তা হয়েছিলেন। 17কারণ
তাঁর বিষয়ে শাস্ত্রে একথা বলা হয়েছে : “মল্কীষেদকের
মতো তুমি অনন্তকালীন যাজক।”*

18পুরানো বিধান বাতিল করা হল, কারণ তা দুর্বল
ও অকেজো হয়ে পড়েছিল। 19কারণ মোশির বিধি-ব্যবস্থা
কিছুই সিদ্ধ করতে পারে নি। এখন আমাদের কাছে
এক মহত্তর আশা রয়েছে, যার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের
কাছে উপস্থিত হতে পারি।

20আরো উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে ঈশ্বর যখন
যীশুকে মহাযাজক করেন তখন ঈশ্বর শপথ করেছিলেন;
অন্যেরা যাজক হবার সময় ঈশ্বর কোন শপথ করেন
নি, 21কিন্তু তিনি যীশুকে যাজক করার সময় শপথ
করলেন। ঈশ্বর বললেন:

“প্রভু এক শপথ করলেন, আর তিনি এ বিষয়ে
তাঁর মন বদলাবেন না, ‘তুমি অনন্তকালীন যাজক।’”

গীতসংহিতা 110:4

22এই শপথের কারণে যীশু ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের
উৎকৃষ্টতর এক চুক্তির জামিনদার হয়েছেন।

23অনেকে যাজক হয়েছিলেন, কারণ মৃত্যু কোনও
একজন যাজককে অনন্তকালের জন্য থাকতে দেয়নি।
24কিন্তু ইনি (যীশু) চিরজীবি বলে তাঁর এই যাজকত্ব
চিরস্থায়ী। 25তাই যারা খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে
আসে তাদের তিনি চিরকাল উদ্ধার করতে পারেন,
কারণ তাদের জন্য তাঁর কাছে আবেদন করতে তিনি
চিরকাল জীবিত আছেন।

26প্রকৃতপক্ষে আমাদের যীশুর মতো এইরকম পবিত্র,
নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মহাযাজক প্রয়োজন ছিল। তিনি
পাপীদের থেকে স্বতন্ত্র, আর আকাশ মণ্ডলের ঊর্দ্ধেও
তাঁকে উন্নীত করা হয়েছে। 27তিনি অন্যান্য যাজকদের
মতো নন। অন্যান্য যাজকদের মতো প্রতিদিন আগে
নিজের পাপের জন্য ও পরে লোকদের পাপের জন্য
বলি উৎসর্গ করার তাঁর কোন প্রয়োজন নেই, কারণ
তিনি যখন নিজেকে বলিরূপে একবার উৎসর্গ করেন
তখনই তিনি সেই কাজ চিরকালের জন্য সম্পন্ন করেছেন।
28বিধি-ব্যবস্থানুসারে যে সব মহাযাজক নিয়োগ করা
হয় তারা দুর্বল মানুষ; কিন্তু পরে ঈশ্বরের শপথ বাক্যের
দ্বারা, যাঁকে মহাযাজকরূপে নিয়োগ করা হয়, তিনি
ঈশ্বরের পুত্র, যিনি চির সিদ্ধ।

যীশুই আমাদের মহাযাজক

8 এখন আমরা যে বিষয় বলছি তার প্রধান বক্তব্য
হচ্ছে: আমাদের এক মহাযাজক আছেন, যিনি স্বর্গে
ঈশ্বরের মহিমাময় সিংহাসনের ডানপাশে বসে আছেন।
2তিনি সেই মহাপবিত্রস্থানে সেবা করছেন, যা প্রকৃত
উপাসনার স্থান এবং যে উপাসনাস্থল মানুষের হাতে
গড়া নয় বরং ঈশ্বর স্বয়ং তা নির্মাণ করেছেন।

“মল্কীষেদক ... যাজক” গীত 110:4

3প্রত্যেক মহাযাজককে বলি ও উপহার উৎসর্গ করার
জন্যই নিয়োগ করা হয়। তাই আমাদের এই
মহাযাজককেও ঈশ্বরকে কিছু উৎসর্গ করতে হয়।
4আমাদের মহাযাজক যদি পৃথিবীতে থাকতেন তবে
তিনি কখনও যাজক হতেন না, কারণ পুরানো বিধি-
ব্যবস্থা অনুযায়ী এখানে যাজকরা ঈশ্বরকে উপহার
নিবেদন করার জন্য রয়েছেন। 5যাজকরা যে কাজ করেন
তা কেবল স্বর্গীয় জিনিসগুলির নকল ও ছায়ামাত্র।
মোশি যখন পবিত্র তাঁবু স্থাপন করতে যাচ্ছিলেন, তখন
ঈশ্বর তাকে সতর্ক করে বলেছিলেন, “দেখো, পাহাড়ের
উপরে তোমাকে যেমন শিবির দেখানো হয়েছিল তুমি
ঠিক সেইরকমই করো।” 6কিন্তু এখন যীশুকে যে কাজের
জন্য নিয়োগ করা হয়েছে তা ঐ যাজকদের থেকে
অনেক গুণে মহৎ। সেই একইভাবে যীশু যে নতুন চুক্তি
ঈশ্বরের কাছ থেকে এনেছেন তা পুরাতন চুক্তিটির থেকে
অনেক শ্রেষ্ঠ। এই নতুন চুক্তি শ্রেষ্ঠ বিষয়ের প্রতিশ্রুতির
উপর স্থাপিত হয়েছে। 7কারণ ঐ প্রথম চুক্তি যদি নিখুঁত
হতো, তাহলে তার জায়গায় দ্বিতীয় চুক্তি স্থাপনের
প্রয়োজন হতো না। 8কিন্তু ঈশ্বর লোকদের মধ্যে ত্রুটি
লক্ষ্য করে বলেছিলেন:

“দেখো, এমন সময় আসছে, যখন আমি ইস্রায়েলের
লোকেদের ও যিহূদার লোকেদের সঙ্গে এক নতুন চুক্তি
করব।

9সেই চুক্তি অনুসারে নয় যা আমি তাদের
পিতৃপুরুষদের সঙ্গে এর আগে করেছিলাম, যেদিন আমি
তাদের হাত ধরে মিশর দেশ থেকে বের করে নিয়ে
এসেছিলাম। আমার সঙ্গে তাদের যে চুক্তি হয়েছিল
তাতে তাদের বিশ্বাস ছিল না; আর তাই আমি তাদের
কাছ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম, একথা প্রভু বলেন।

10আমি ইস্রায়েল বংশের সঙ্গে এক নতুন চুক্তি
স্থির করব; ভবিষ্যতে আমি এই চুক্তি স্থাপন করব,
একথা প্রভু বলেন। আমি তাদের মনের মাঝে আমার
বিধি-ব্যবস্থা দেবো আর তাদের হৃদয়ে আমার ব্যবস্থা
লিখে দেবো। আমি তাদের ঈশ্বর হবো ও তারা আমার
প্রজা হবে।

11কাউকে আর তাদের সহ নাগরিকদের ও ভাইদের
এই বলে শিক্ষা দেবার দরকার হবে না, প্রভুকে জান,
কারণ ছোট থেকে বড় পর্যন্ত সবাই আমাকে জানবে।

12কারণ আমার বিরুদ্ধে তারা যতো অপরাধ করেছে
সে সব আমি ক্ষমা করব, তাদের সকল পাপ আর
কখনো স্মরণ করব না।” *যিরমিয় 31:31-34*

13এই চুক্তিকে যখন ঈশ্বর নতুন বলছেন তখন প্রথমের
চুক্তিটি পুরানো হয়ে যাচ্ছে। যা কিছু পুরানো তা তো
জীর্ণ আর তা শিগ্গিরই বিলীন হয়ে যাবে।

পুরানো চুক্তি অনুসারে উপাসনা

9 ঐ প্রথম চুক্তিতে উপাসনা করার নানা বিধি-নিয়ম
ছিল; আর মানুষের তৈরী এক উপাসনার স্থান
ছিল। 2উপাসনার স্থানটি ছিল এক তাঁবুর ভেতরে। যার
প্রথম অংশকে বলা হতো পবিত্র স্থান যেখানে ছিল
বাতিদান, টেবিল ও ঈশ্বরকে উৎসর্গীকৃত বিশেষ রুটি।
3দ্বিতীয় পর্দার পেছনে আর একটি অংশ ছিল যাকে
মহাপবিত্রস্থান বলা হোত। 4এই অংশে ছিল ধূপ জ্বালাবার
জন্য সোনার বেদী ও চুক্তির সেই সিন্দুক, যার চারপাশ
ছিল সোনার পাতে মোড়া। এর মধ্যে ছিল সোনার এক
ঘটিতে মান্না ও হারোণের ছড়ি, যে ছড়ি মুকুলিত
হয়েছিল; আর পাথরের সেই দুই ফলক যার উপর
নিয়ম চুক্তির শর্ত লেখা ছিল। 5সেই সিন্দুকের উপর
ছিল সোনার দুই করূব স্বর্গদূত* যা ঈশ্বরের মহিমা
প্রকাশ করত। তার দয়ার আসনটির উপর ছায়া ফেলে
থাকত। বর্তমানে আমরা এর খুঁটিনাটি বর্ণনা দিতে
পারি না।

6যখন এইসব জিনিস পূর্বে বর্ণিত ব্যবস্থা অনুসারে
প্রস্তুত হল, তখন যাজকরা প্রতিদিন উপাসনা করার
জন্য প্রথম কক্ষে প্রবেশ করতেন। 7কিন্তু মহাযাজক
দ্বিতীয় কক্ষে কেবল একা বছরে একবার প্রবেশ করতেন।
তিনি আবার রক্ত না নিয়ে প্রবেশ করতেন না। সেই
রক্ত তিনি নিজের জন্য ও লোকদের দোষ-ত্রুটি ও
অনিচ্ছাকৃত পাপের মার্জনার জন্য উৎসর্গ করতেন।
8পবিত্র আত্মা এর দ্বারা আমাদের জানাচ্ছেন যে, যতদিন
পর্যন্ত প্রথম তাঁবু ছিল, ততদিন মহাপবিত্রস্থানে প্রবেশের
পথ খুলে দেওয়া হয় নি। 9এটা আজকের জন্য একটা
দৃষ্টান্তস্বরূপ। সেই দৃষ্টান্ত মতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে
উৎসর্গীকৃত ঐসব বলি ও উপহার উপাসনাকারীকে
সম্পূর্ণভাবে শুচি করতে পারত না এবং উপাসনাকারীর
হৃদয়কে সিদ্ধতায় নিয়ে যেতে পারত না। 10ঐ
উপহারগুলি কেবল খাদ্য, পানীয় ও নানা প্রকার বাহ্যিক
শুচি স্নানের গণ্ডীতে বাঁধা ছিল। সে সব বিধি-ব্যবস্থাগুলি
ছিল কেবল মানুষের দেহ সম্বন্ধীয় সেগুলি ব্যক্তির হৃদয়
সম্বন্ধীয় বিষয় ছিল না। নতুন আদেশ না আসা পর্যন্ত
ঈশ্বর তাঁর লোকদের এইসব নিয়ম অনুসরণ করতে
দিয়েছিলেন।

নতুন চুক্তি অনুসারে উপাসনা

11কিন্তু এখন মহাযাজকরূপে খ্রীষ্ট এসেছেন। আমরা
এখন যে সব উত্তম বিষয় পেয়েছি, তিনি সেসবের
মহাযাজক। পূর্বে যাজকরা তাঁবুর মতো কোন স্থানে
সেবা করতেন কিন্তু খ্রীষ্ট তেমনি করেন না। সেই তাঁবু
থেকেও এক উত্তমস্থানে খ্রীষ্ট মহাযাজকরূপে সেবা
করছেন। সেই স্থান সিদ্ধ সেই স্থান মানুষের হাতে গড়া
নয়, তা এই জগতের নয়। 12খ্রীষ্ট একবার চিরতরে
সেই মহাপবিত্রস্থানে প্রবেশ করেছেন। তিনি
মহাপবিত্রস্থানে প্রবেশের জন্য ছাগ বা বাছুরের রক্ত
ব্যবহার করেন নি; কিন্তু তিনি একবার চিরতরে নিজের
রক্ত নিয়ে মহাপবিত্রস্থানে প্রবেশ করেছিলেন। খ্রীষ্ট
সেখানে প্রবেশ করে আমাদের জন্য অনন্ত মুক্তি অর্জন
করেছেন। 13ছাগ বা বৃষের রক্ত ও বাছুরের ভস্ম সেই
সব অশুচি মানুষের উপর ছিটিয়ে তাদের দেহকে পবিত্র

করূব স্বর্গদূত ডানাওয়ালা স্বর্গীয় দূত।

করা হোত, যারা উপাসনাস্থলে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট
শুচি ছিল না। 14তবে এটা কি ঠিক নয় যে খ্রীষ্টের রক্ত
আরও কত অধিক কার্যকরী হতে পারে? অনন্তজীবি
আত্মার মাধ্যমে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিজেকে পরিপূর্ণ
উৎসর্গরূপে বলিদান করলেন। তাই খ্রীষ্টের রক্ত
আমাদের সমস্ত হৃদয়কে পাপ থেকে শুদ্ধ ও পবিত্র
করবে, যাতে আমরা জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনা করতে
পারি।

15তাই খ্রীষ্ট তাঁর লোকদের জন্য ঈশ্বরের কাছে এক
নতুন চুক্তি উপস্থিত করেছেন। খ্রীষ্ট এই নতুন চুক্তি
এনেছেন যেন ঈশ্বরের আহুত লোকেরা তাঁর প্রতিশ্রুত
সব আশীর্বাদ পেতে পারে। ঈশ্বরের লোকেরা সেই
আশীর্বাদ অনন্তকাল ভোগ করবে। তারা সেসবের
অধিকারী হবে কারণ প্রথম চুক্তির সময়ে তারা যে
পাপ করেছে সেই পাপ থেকে তাদের উদ্ধার করতে
খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করলেন।

16মানুষ মৃত্যুর পূর্বে একটা নিয়ম-পত্র* করে যায়;
কিন্তু নিয়মকারী যদি জীবিত থাকে তবে সেই নিয়ম-পত্র
বা চুক্তির কোন অর্থই হয় না। 17কারণ নিয়মকারীর
মৃত্যু হলে তবেই নিয়ম-পত্র বলবৎ হয়। 18এইজন্য ঐ
প্রথম চুক্তি যা ঈশ্বর ও তাঁর লোকদের মধ্যে সম্পন্ন
হয়েছিল সেখানেও ঐ কথা প্রযোজ্য। সেই চুক্তি বলবৎ
করতে রক্তের প্রয়োজন ছিল। 19কারণ লোকদের কাছে
মোশি বিধি-ব্যবস্থা থেকে সমস্ত আজ্ঞা পাঠ করে পরে
তিনি জল ও রক্তবর্ণ মেষলোম আর একগোছা এসোবের
ঘাস ব্যবহার করে গোবৎস ও ছাগদের রক্ত সেই
পুস্তকটিতে ও লোকদের গায়ে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন।

20মোশি বলেছিলেন, "এই সেই রক্ত যা কার্যকারী
করছে সেই চুক্তি যার আজ্ঞাবহ হতে ঈশ্বর তোমাদের
বলছেন।" 21আর সেইভাবে মোশি পবিত্র তাঁবু ও উপাসনা
সংক্রান্ত সব জিনিসের উপর রক্ত ছিটিয়ে দিয়েছিলেন।
22কারণ বিধি-ব্যবস্থা বলে যে প্রায় সব কিছুই রক্ত
ছিটিয়ে শুচি করা প্রয়োজন, আর রক্তপাত ব্যতিরেকে
পাপের মোচন হয় না।

খ্রীষ্টের আত্মোৎসর্গ পাপ ধুয়ে দেয়

23এই বিষয়গুলি ছিল আসল স্বর্গীয় বিষয়গুলির
দৃষ্টান্ত, সেগুলির বলিদানের রক্তে শুচি করার প্রয়োজন
ছিল। কিন্তু যা প্রকৃত স্বর্গীয় বিষয় সেগুলি এর থেকে
আরো শ্রেষ্ঠতর বলিদানের দ্বারা শুচি হওয়া প্রয়োজন।
24খ্রীষ্ট স্বর্গে মহাপবিত্রস্থানে প্রবেশ করেছেন। মানুষের
তৈরী কোন মহাপবিত্রস্থানে খ্রীষ্ট প্রবেশ করেন নি।
পৃথিবীর তাঁবুর মহাপবিত্রস্থান স্বর্গীয় স্থানের প্রতিচ্ছবি
মাত্র; কিন্তু খ্রীষ্ট স্বর্গে প্রবেশ করেছেন, আর এখন
আমাদের হয়ে তিনি ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।
25মহাযাজক বছরে একবার বলির যে রক্ত নিয়ে
মহাপবিত্রস্থানে প্রবেশ করেন তা তার নিজের নয়।
কিন্তু খ্রীষ্ট স্বর্গে প্রবেশ করেছেন মহাযাজকদের উৎসর্গের
মতো বারবার নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য নয়। 26খ্রীষ্ট
যদি তাই করতেন তবে জগৎ সৃষ্টির সময় থেকে তাঁকে
বারবার প্রাণ দিতে হত। খ্রীষ্ট এসে একবার নিজেকে
উৎসর্গ করেছেন। সেই একবারেই চিরন্তন কাজের
সমাপ্তি হয়েছে। জগতের অন্তিম কালেই খ্রীষ্ট নিজেকে
বলিরূপে উৎসর্গ করে লোকদের পাপনাশ করতে এলেন।

27মানুষের জন্য একবার মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর তার
বিচার হয়। 28বহুলোকের পাপের বোঝা তুলে নেবার
জন্য খ্রীষ্ট একবার নিজেকে উৎসর্গ করলেন; তিনি
দ্বিতীয়বার দর্শন দেবেন, তখন পাপের বোঝা তুলে নেবার
জন্য নয়, কিন্তু যারা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে তাদের
পরিত্রাণ দিতে তিনি আসবেন।

খ্রীষ্টের বলিদান আমাদের পূর্ণতা দিল

10 ভবিষ্যতে যে সকল উৎকৃষ্ট বিষয় আসবে, বিধি-
ব্যবস্থা হচ্ছে তারই অস্পষ্ট ছায়ামাত্র। বিধি-ব্যবস্থা
ঐসব বিষয়ের বাস্তবরূপ নয়। তাই যারা ঈশ্বরের
উপাসনা করতে আসে, বছর বছর তারা একই রকম
বলিদান বারবার করে; কিন্তু বিধি-ব্যবস্থা সেই লোকদের
সিদ্ধতায় নিয়ে যেতে পারে না। 2বিধি-ব্যবস্থা যদি পারত,
তবে ঐ বলিদান কি শেষ হত না? কারণ যারা উপাসনা
করে তারা যদি একবার শুচি হয় তবে তাদের পাপের
জন্য নিজেকে আর দোষী ভাববার প্রয়োজন নেই;
কিন্তু বিধি-ব্যবস্থা তা করতে সক্ষম নয়। 3ঐসব লোকের
বলিদান বছর বছর তাদের পাপের কথা স্মরণ করিয়ে
দেয়, 4কারণ বৃষের কি ছাগের রক্ত পাপ দূর করতে
পারে না।

5সেইজন্যেই খ্রীষ্ট এ জগতে আসার সময়
বলেছিলেন:

"তুমি বলিদান ও নৈবেদ্য চাও নি, কিন্তু আমার
জন্য এক দেহ প্রস্তুত করেছ।
6তুমি হোমে ও পাপার্থক বলিদান উৎসর্গে প্রীত
নও।
7এরপর তিনি বললেন, 'এই আমি! শাস্ত্রে আমার
বিষয়ে যেমন লেখা আছে, হে ঈশ্বর দেখ, আমি তোমার
ইচ্ছা পূর্ণ করতেই এসেছি।" *গীতসংহিতা 40:6-8*

8প্রথমে তিনি বললেন, "বলিদান, নৈবেদ্য, হোমবলি ও
পাপার্থক বলি তুমি চাও নি; আর তাতে তুমি প্রীত
হওনি।" যদিও সেইসব বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে উৎসর্গ
করা হয়। 9এরপর তিনি বললেন, "দেখো, আমি তোমার
ইচ্ছা পালন করবার জন্যই এসেছি।" তিনি দ্বিতীয়টি
প্রবর্তন করার জন্য প্রথমটিকে বাতিল করতে এসেছেন।
10ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই তিনি এই কাজ সমাপ্ত করেছেন।
এইজন্যই খ্রীষ্ট তার দেহ একবারেই চিরকালের জন্য
উৎসর্গ করেছেন যাতে আমরা চিরকালের জন্য পবিত্র
হই। 11প্রত্যেক যাজক প্রত্যেকদিন দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের সেবা
করেন তারা বারবার সেই একই বলি উৎসর্গ করেন;
কিন্তু তাদের বলিদান কখনও পাপ দূর করতে পারে
না। 12খ্রীষ্ট পাপের জন্য একটি বলিদান উৎসর্গ করলেন

নিয়ম-পত্র নিয়ম-পত্র এক প্রকার স্বাক্ষরিত চুক্তি, যা প্রমাণ করে মৃত্যুর পর তার সমস্ত জিনিষপত্রের কে অংশীদার হবে।

যা সকল সময়ের জন্য যথেষ্ট। তারপর তিনি ঈশ্বরের
দক্ষিণ পাশে বসলেন। 13তাঁর শত্রুদের মাথা তাঁর পায়ের
নীচে অবনত না হওয়া পর্যন্ত এখন তিনি সেখানে
অপেক্ষা করছেন। 14তিনি একটি বলিদান উৎসর্গ করে
চিরকালের জন্য তার লোকদের নিখুঁত করেছেন; তারাই
সেই লোক যাদের পবিত্র করা হয়েছে।
15পবিত্র আত্মাও আমাদের কাছে এ বিষয়ে সাক্ষ্য
দিচ্ছেন। প্রথমে তিনি বলেন:

16"ঐ সময়ের পর প্রভু বলেছেন, আমি তাদের
সঙ্গে এই চুক্তি করব। আমি তাদের হৃদয়ে আমার
নিয়মগুলো গেঁথে দেব, আর তাদের মনে আমি তা
লিখে দেব।" *যিরমিয় 31:33*

17এরপর তিনি বলেন:
"আমি তাদের সব পাপ ও অধর্ম আর কখনো মনে
রাখবো না।" *যিরমিয় 31:34*

18তাই একবার যখন সেইসব পাপের ক্ষমা হল, তখন
পাপের জন্য বলিদান উৎসর্গ করার আর কোন প্রয়োজন
নেই।

ঈশ্বরের নিকটে এস

19তাই আমার ভাই ও বোনেরা, মহাপবিত্রস্থানে
প্রবেশ করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের আছে। যীশুর
রক্তের গুণে আমরা নির্ভীকতার সঙ্গে সেখানে প্রবেশ
করতে পারি। 20খ্রীষ্ট এই নতুন পথ একটি পর্দার মধ্য
দিয়ে অর্থাৎ তাঁর দেহের মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য
খুলে দিয়েছেন; এ এক জীবন্ত পথ। এই নতুন পথে
আমরা পর্দার মধ্য দিয়ে অর্থাৎ খ্রীষ্টের দেহের মধ্য
দিয়ে ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হতে পারি। 21তাই
আমাদের এক মহান যাজক রয়েছেন যিনি ঈশ্বরের
গৃহের ওপর কর্তৃত্ব করেন। 22আমাদের শুচি করা হয়েছে
ও দোষী বিবেকের হাত থেকে মুক্ত করা হয়েছে।
আমাদের দেহকে শুচি জলে ধৌত করা হয়েছে। তাই
এস, আমরা শুদ্ধ হৃদয়ে বিশ্বাসের কৃত নিশ্চয়তায়
ঈশ্বরের সামনে হাজির হই। 23তাই এস, আমরা আমাদের
প্রত্যাশাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে থাকি এবং অপরের
কাছে তাকে জানাতে ব্যর্থ না হই। আমরা ঈশ্বরের
উপর নির্ভর করতে পারি যে, তিনি যা প্রতিশ্রুতি
দিয়েছেন তা তিনি পূরণ করবেন।

পরস্পরকে বলশালী হতে সাহায্য কর

24আমাদের উচিত একে অপরের বিষয়ে চিন্তা করা,
যেন ভালবাসতে ও সৎকাজ করতে পরস্পরকে উৎসাহ
দান করতে পারি। 25আমরা যেন একত্র সমবেত হওয়ার
অভ্যাস ত্যাগ না করি। যেমন কেউ কেউ সেইরকম
করছে। কিন্তু এস, আমরা পরস্পরকে উৎসাহ ও চেতনা
দিই। তোমরা যতই সেই দিন এগিয়ে আসতে দেখছ,
ততই এ বিষয়ে আরো বেশী করে উদ্যোগী হও।

খ্রীষ্টের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না

26সত্যের জ্ঞানলাভের পর যদি আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে
পাপ করে চলি, তবে সেই পাপের জন্য বলিদান উৎসর্গ
করার মতো আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। 27আমরা
যদি পাপ করেই চলি তবে বিচারের জন্য সেই ভয়ঙ্কর
প্রতীক্ষা আর প্রচণ্ড ক্রোধাগ্নি সমস্ত ঈশ্বর-বিরোধীকে
গ্রাস করবে। 28কেউ যদি মোশির দেওয়া বিধি-ব্যবস্থা
লঙ্ঘন করতো তবে দুজন কিংবা তিনজন সাক্ষীর
সাক্ষ্য প্রমাণে নিষ্ঠুরভাবে তাকে হত্যা করা হত, তাকে
ক্ষমা করা হত না। 29ভেবে দেখো, যে লোক ঈশ্বরের
পুত্রকে ঘৃণা করেছে, চুক্তির যে রক্তের মাধ্যমে সে শুচি
হয়েছিল তা তুচ্ছ করেছে, আর যিনি অনুগ্রহ করেন
সেই অনুগ্রহের আত্মাকে অপমান করেছে— হ্যাঁ নতুন
চুক্তির রক্তকে যে অবমাননা করেছে সেই ব্যক্তির কতোই
না ঘোরতর শাস্তি হওয়া উচিত। 30আমরা জানি, ঈশ্বর
বলেন, "যারা মন্দ কাজ করে, তাদের আমি শাস্তি
দেব; তাদের প্রতিফল দেব।"* ঈশ্বর আবার বলেছেন,
"প্রভু তাঁর লোকেদের বিচার করবেন।"* 31জীবন্ত
ঈশ্বরের হাতে পড়া পাপী মানুষের পক্ষে কি ভয়ঙ্কর
বিষয়।

আনন্দ ও সাহস বজায় রাখ

32সেই আগের দিনগুলির কথা মনে করে দেখ,
প্রথমে যখন তোমরা সত্য গ্রহণ করলে, তখন তোমাদের
অনেক কষ্ট ও দুঃখভোগ করতে হয়েছিল, কিন্তু তা
সত্ত্বেও তোমরা বেশ অটল ছিলে।
33কখনো কখনো লোকেরা প্রকাশ্যে তোমাদের
বিদ্রূপ করেছে ও অনেক লোকের সামনে তোমাদের
নির্যাতিত হতে হয়েছে। কখনো অন্যের উপর তোমাদের
মতো নির্যাতন হচ্ছে দেখে তোমরা তাদের প্রতি
সহানুভূতি দেখিয়েছ। 34যারা কারাগারে বন্দী ছিল,
তোমরা তাদের সাহায্য করেছ ও তাদের দুঃখভোগের
অংশ নিয়েছ। তোমাদের সম্পত্তি লুঠ করে নিলেও
তোমরা আনন্দ করেছ, কারণ তোমরা জানতে যে এসব
থেকে উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী এক সম্পদ তোমাদের জন্য
আছে।
35তাই অতীতে তোমাদের যে সাহস ছিল তা হারিও
না, কারণ সেই সাহস তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার
নিয়ে আসবে। 36তোমাদের ধৈর্য্য ধরতে হবে, ঈশ্বরের
ইচ্ছা পালন করার পর তোমরা তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে
ফল লাভ করবে। 37কারণ এখন থেকে অল্প সময়ের
মধ্যে,
"যাঁর আসবার কথা আছে তিনি আসবেন, তিনি
দেরী করবেন না।
38আমার দৃষ্টিতে যাদের ধার্মিক প্রতিপন্ন করেছি তারা
বিশ্বাসের ফলেই বেঁচে থাকবে; কিন্তু সে যদি ভয়ে
বিশ্বাস থেকে সরে যায় তবে আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হব
না।" *হবক্কূক 2:3-4*

"যারা ... দেব" দ্বি বি 32:35

"প্রভু ... করবেন" গীত 135:14

39কিন্তু আমরা এমন লোক নই যারা বিশ্বাস থেকে সরে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যায়, বরং আমরা সেই রকম লোক যারা বিশ্বাসে রক্ষা পায়।

বিশ্বাস

11 বিশ্বাসের অর্থ হল আমরা যা প্রত্যাশা করি তা যে আমরা পাবই সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া; ও বাস্তবে যা কিছু আমরা চোখে দেখতে পাই না তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া। 2অতীতে ঈশ্বরের লোকেরা তাদের বিশ্বাসের দরুণই সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন।

3বিশ্বাসে আমরা বুঝতে পারি যে বিশ্ব-ভূমণ্ডল ঈশ্বরের মুখের কথাতেই সৃষ্ট হয়েছিল, তাই চোখে যা দেখা যায় সেই দৃশ্য কোন কিছু প্রত্যক্ষ বস্তু থেকে উৎপন্ন হয় নি।

4কয়িন ও হেবল উভয়েই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলিদান উৎসর্গ করেছিলেন; কিন্তু হেবল উত্তম বলে ঈশ্বরের কাছে গ্রাহ্য হয়েছিলেন কারণ হেবলের বলিদান বিশ্বাসযুক্ত ছিল। ঈশ্বর বলেছিলেন যে হেবল যা উপহার দিয়েছিল তাতে তিনি প্রীত হয়েছিলেন। ঈশ্বর হেবলকে একজন ধার্মিক লোক বললেন, কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল। যদিও হেবল মৃত; কিন্তু তাঁর বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তিনি এখনও কথা বলছেন।

5হনোককে পৃথিবী থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি মরেননি। এই পৃথিবী থেকে হনোককে তুলে নেবার পূর্বে হনোক এই সাক্ষী রেখে যান যে তিনি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। পরে লোকেরা হনোকের খোঁজ আর পেলেন না, কারণ ঈশ্বর তাঁকে কাছে রাখার জন্য নিজেই হনোককে তুলে নিয়েছিলেন। হনোকের জীবনে বিশ্বাস ছিল বলেই এমনটি সম্ভব হয়েছিল। 6বিনা বিশ্বাসে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা যায় না, যে কেউ ঈশ্বরের কাছে আসে তাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে ঈশ্বর আছেন; আর যারা তাঁর অন্বেষণ করে, তাদের তিনি পুরস্কার দিয়ে থাকেন।

7বিশ্বাসেই নোহ, যা যা তখনো দেখা যায়নি, এমন সব বিষয়ে তাকে সতর্ক করে দেওয়া হলে তিনি তা গুরুত্ব সহকারে নিলেন এবং নোহ তাঁর পরিবারের রক্ষার জন্য এক জাহাজ নির্মাণ করলেন। এর দ্বারা তিনি (অবিশ্বাসী) জগতকে দোষী প্রতিপন্ন করলেন, আর বিশ্বাসের মাধ্যমে যে ধার্মিকতা লাভ হয় তার অধিকারী হলেন।

8ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল বলেই ঈশ্বর যখন অব্রাহামকে আহ্বান করলেন, তিনি তাঁর বাধ্য হলেন; আর তাঁকে যে দেশ দেবেন বলে ঈশ্বর বলেছিলেন তা অধিকার করতে চললেন। তিনি কোথায় চলেছেন তা না জানলেও তিনি রওনা দিলেন। 9তাঁর বিশ্বাসের বলেই তিনি ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত সেই দেশে আগন্তুকের মতো জীবনযাপন করলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল বলেই তিনি তা করতে পেরেছিলেন। সেই প্রতিশ্রুত দেশে ইস্হাক ও যাকোবের সাথে তিনি তাঁবুতে বাস করেছিলেন, যারা তাঁর মতোই (একই প্রতিশ্রুতির) উত্তরাধিকারী ছিলেন। 10কারণ অব্রাহাম সেই দৃঢ় ভিত্তিযুক্ত নগরের প্রতীক্ষায় ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর যার স্থপতি ও নির্মাতা।

11অব্রাহাম বয়োবৃদ্ধ হয়েছিলেন তাই তাঁর সন্তান হওয়া সম্ভব ছিল না। তার স্ত্রী সারা বন্ধ্যা ছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরের উপর অব্রাহামের বিশ্বাস ছিল, তাই ঈশ্বর শক্তি দিলেন যেন তাঁদের সন্তানলাভ হয়। ঈশ্বর যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা যে তিনি পূর্ণ করতে পারেন এ বিশ্বাস অব্রাহামের ছিল। তিনি প্রায় মৃতকল্প ছিলেন; কিন্তু এই একটি লোকের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছিল আকাশের তারার মতো অজস্র বংশধর। 12সেই এক ব্যক্তি থেকে সমুদ্র সৈকতে বালুকণার মতো অগণিত বংশধরেরা এলো।

13এইসব মহান ব্যক্তিরা বিশ্বাস নিয়েই মারা গেলেন। ঈশ্বর যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁরা কেউই বাস্তবে তা পান নি, কিন্তু দূর থেকে তা দেখেছিলেন ও তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তাঁরা খোলাখুলি স্বীকার করেছিলেন যে এই পৃথিবীতে তাঁরা প্রবাসী ও বিদেশী। 14কারণ যে সব লোক এরকম কথা বলেন, তাঁরা যে নিজের দেশে ফেরার আশায় আছেন তা স্পষ্ট করেই ব্যক্ত করেন। 15যে দেশ থেকে তাঁরা বের হয়ে এসেছিলেন, সেই দেশের কথা যদি মনে রাখতেন, তবে ইচ্ছা করলে সেখানে ফিরে যেতে পারতেন। 16কিন্তু এখন তাঁরা তার থেকে আরো ভাল দেশে, সেই স্বর্গীয় দেশে, যাবার আকাঙ্খা করছিলেন। এইজন্য ঈশ্বর নিজেকে তাঁদের ঈশ্বর বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পান না, কারণ তিনি তাঁদের জন্য এক নগর প্রস্তুত করেছেন।

17-18ঈশ্বর যখন অব্রাহামের বিশ্বাসের পরীক্ষা করছিলেন, অব্রাহাম তার কিছু পূর্বেই ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি পান তবু তিনি তাঁর পুত্র ইস্হাককে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে নিয়ে গিয়েছিলেন। অব্রাহাম ঈশ্বরের নির্দেশ পালন করেছিলেন কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল। ঈশ্বর অব্রাহামকে পূর্বেই বলে রেখেছিলেন, “ইস্হাকের মাধ্যমেই তোমার বংশধররা দেখা দেবে।”

19অব্রাহাম বিশ্বাস করলেন যে ঈশ্বর মৃত্যুর মধ্য হতেও মানুষকে উত্থাপন করতে সমর্থ। বাস্তবে তাই হল, ঈশ্বর অব্রাহামকে তাঁর পুত্রকে বলি দেওয়া থেকে বিরত করলেন ফলে অব্রাহাম ইস্হাককে যেন মৃত্যুর মধ্য থেকেই ফিরে পেলেন।

20সেই বিশ্বাসের বলেই ইস্হাক ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা করে এষৌ ও যাকোবকে আশীর্বাদ করলেন কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল। 21যাকোব বৃদ্ধ বয়সে মারা যাবার সময় বিশ্বাসের বলে যোষেফের ছেলেদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করলেন। তিনি লাঠির উপর ভর দিয়ে উঠে ঈশ্বরের উপাসনা করেছিলেন। যাকোবের বিশ্বাস ছিল বলেই তিনি এই সব করেছিলেন।

22বিশ্বাসের বলেই যোষেফ মৃত্যু শয্যায় বলেছিলেন যে, ইস্রায়েলীয়রা মিশর দেশ ছেড়ে একদিন বের হয়ে যাবে, তাই তিনি তাঁর দেহাবশেষ নিয়ে কি করতে হবে তার নির্দেশ দিতে পেরেছিলেন। যোষেফের বিশ্বাস ছিল

বলেই তিনি ঐ কথা বলে গিয়েছিলেন। 23মোশির জন্মের
পর তাঁর মা-বাবা তিনমাস পর্যন্ত তাকে লুকিয়ে
রেখেছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল বলেই তাঁরা তা
করেছিলেন। তাঁরা দেখলেন মোশি খুব সুন্দর এক শিশু,
আর তাঁরা রাজার আদেশ অমান্য করতে ভয় পেলেন
না।

24মোশি বড় হয়ে উঠলেন ও পূর্ণ বয়স্ক মানুষে
পরিণত হলেন। মোশি ফরৌণের মেয়ের পুত্র বলে
পরিচিত হতে চাইলেন না। মোশি পাপের সুখভোগ
করতে চাইলেন না, কারণ সে সব সুখভোগ ছিল
ক্ষণিকের। 25কিন্তু মোশি ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গে
দুঃখভোগ করাকেই বেছে নিলেন। মোশি তা করতে
পেরেছিলেন কারণ তার বিশ্বাস ছিল। 26মিশরের সমস্ত
ঐশ্বর্য অপেক্ষা খ্রীষ্টের জন্য বিদ্রূপ সহ্য করাকেই শ্রেয়ঃ
মনে করলেন। ঈশ্বরের কাছ থেকে পুরস্কার লাভের
আশায় মোশি তা করতে পেরেছিলেন।

27মোশির বিশ্বাস ছিল তাই তিনি মিশর ত্যাগ
করলেন। তিনি রাজার ক্রোধকে ভয় করলেন না। মোশি
সুস্থির থাকলেন কারণ তিনি সেই ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি
রাখলেন যাঁকে কেউ দেখতে না পায়। 28মোশি নিস্তারপর্ব
পালন করে গৃহের দরজায় রক্ত লেপে দিলেন। দরজায়
এইভাবে রক্ত লেপন করা হল যেন সংহারকর্তা
ইস্রায়েলীয়দের প্রথম পুত্র সন্তানদের স্পর্শ করতে না
পারে। মোশির বিশ্বাস ছিল তাই তিনি এসব করতে
পেরেছিলেন।

29যে লোকদের মোশি নিয়ে চলেছিলেন তারা শুকনো
জমির উপর দিয়ে যাওয়ার মতো লোহিত সাগর হেঁটে
পার হয়ে গেল। তাদের বিশ্বাস ছিল বলেই তারা তা
করতে পেরেছিল। মিশরীয়রাও লোহিত সাগরের মধ্যে
দিয়ে হেঁটে যেতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু তারা সবাই মারা
পড়ল।

30ঈশ্বরের লোকদের বিশ্বাসের জন্যই যিরীহোর
প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ল। লোকেরা প্রাচীরের চারপাশে
সাতদিন ধরে ঘুরলো আর তার পরেই সেই প্রাচীর
ভেঙ্গে পড়ল।

31বিশ্বাসে বেশ্যা রাহব, ইস্রায়েলীয় গুপ্তচরদের
সাদরে গ্রহণ করে তাদের সঙ্গে বন্ধুদের মতো ব্যবহার
করায় নগর ধ্বংস হবার সময় ঈশ্বরের অবাধ্য লোকদের
সঙ্গে সে বিনষ্ট হল না।

32তোমাদের কাছে কি আমি আরো দৃষ্টান্ত তুলে
ধরব? আমার যথেষ্ট সময় নেই যে আমি তোমাদের
কাছে গিদিয়োন, বারক, শিম্শোন, যিপ্তহ, দায়ূদ, শমূয়েল
ও ভাববাদীদের সব কথা বলি; ওদের প্রচণ্ড বিশ্বাস
ছিল। 33তাঁরা বিশ্বাসের দ্বারা রাজ্যসকল জয় করেছিলেন।
তাঁরা যা ন্যায্য তাই করলেন, এবং ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিগুলি
পেলেন। তাঁরা সিংহদের মুখ বন্ধ করেছিলেন।

34কেউ কেউ আগুনের তেজ নিস্প্রভ করলেন,
তরবারির আঘাতে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন।
এদের বিশ্বাস ছিল তাই এরা এসব করতে পেরেছিল।
বিশ্বাসের বলেই দুর্বল লোকেরা বলশালী লোকে
রূপান্তরিত হয়েছিলেন; তাঁরা যুদ্ধের সময় মহাবিক্রমী
হয়ে শত্রু সৈন্যদের পরাস্ত করেছিলেন।

35কোন কোন লোক মৃতদের মধ্য থেকে পুনর্জীবিত
হলেন আর পরিবারের নারীরা তাঁদের স্বামীদের ফিরে
পেলেন। আবার অনেকে ভয়ঙ্কর পীড়ন সহ্য করলেন
তবু তার থেকে নিষ্কৃতি চাইলেন না। তাঁরা বিশ্বাসে
এসব সহ্য করলেন যেন মহত্তর পুনরুত্থানের ভাগী হন।
36কেউ কেউ বিদ্রূপ ও চাবুকের মার সহ্য করলেন,
আবার অনেকে বেড়ি বাঁধা অবস্থায় কারাবাস করলেন।
37কেউ বা মরলেন পাথরের আঘাতে, কাউকে বা করাত
দিয়ে দুখণ্ড করা হল, কাউকে তরবারির আঘাতে মেরে
ফেলা হল। কেউ কেউ নিঃস্ব অবস্থায় মেষ ও ছাগের
চামড়া পরে ঘুরে বেড়াতেন, নির্যাতিত হতেন এবং
খারাপ ব্যবহার পেতেন। 38জগতটা এই ধরণের লোকের
যোগ্য ছিল না। এরা গুহায় ও মাটির গর্তে আশ্রয় নিয়ে
মরুভূমি ও পর্বতে ঘুরে বেড়াতেন।

39বিশ্বাসের জন্য এদের সুখ্যাতি করা হল; কিন্তু
তাঁরা কেউ ঈশ্বরের সেই মহান প্রতিশ্রুতি পান নি।
40ঈশ্বর আমাদের জন্য মহত্তর কিছু করতে চেয়েছিলেন,
যাতে তাঁরা আমাদের সাথে মিলিত হয়ে পরিপূর্ণ হতে
পারেন।

আমাদেরও যীশুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত

12 আমাদের চারপাশে ঈশ্বর বিশ্বাসী ঐসব মানুষেরা
রয়েছেন। তাদের জীবন ব্যক্ত করছে বিশ্বাসের
প্রকৃতরূপ, তাই আমাদের উচিত তাদের অনুসরণ করা।
আমাদেরও উচিত সেই দৌড়ে দৌড়ানো যা আমাদের
জন্য নির্দিষ্ট আছে, কখনই থেমে যাওয়া উচিত নয়।
জীবনে যা বাধার সৃষ্টি করতে পারে এমন সব কিছু
আমরা যেন দূরে ফেলে দিই। যে পাপ সহজে জড়িয়ে
ধরে তা যেন দূরে ঠেলে দিই। 2আমাদের সর্বদাই যীশুর
আদর্শ অনুযায়ী চলা উচিত। বিশ্বাসের পথে যীশুই
আমাদের নেতা; তিনি আমাদের বিশ্বাসকে পূর্ণতা দেন।
তিনি ক্রুশের উপর মৃত্যুভোগ করলেন; ক্রুশের মৃত্যুর
অপমান তুচ্ছ জ্ঞান করে তা সহ্য করলেন। তাঁর সম্মুখে
ঈশ্বর যে আনন্দ রেখেছিলেন সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই
যীশু তা করতে পেরেছিলেন। এখন তিনি ঈশ্বরের
সিংহাসনের ডানপাশে বসে আছেন। 3যীশুর কথা ভাব,
যখন পাপীরা তাঁর বিরোধিতা করে অনেক নিন্দা মন্দ
করেছিল, তখন তিনি এই সমস্ত বিরোধিতা সহ্য
করেছিলেন। যীশু তা করেছিলেন যাতে তোমরাও
তাঁর মতো সহিষ্ণু হও এবং চেষ্টা করা থেকে বিরত না
হও।

ঈশ্বর হলেন পিতার মতো

4পাপের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তোমরা এখনও মৃত্যুর
মুখোমুখি হওনি। তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, তিনি
তোমাদের সান্ত্বনার কথা বলেন। 5তোমরা সম্ভবতঃ
সেই উৎসাহব্যঞ্জক কথা ভুলে গেছ। তিনি বলেছেন:

“হে আমার পুত্র, প্রভু যখন তোমায় শাসন করেন,
মনে কোর না যে তার কোন মূল্য নেই। তিনি যখন
তোমায় সংশোধন করেন তখন নিরুৎসাহ হয়ো না।
6কারণ প্রভু যাকে ভালবাসেন তাকেই শাসন করেন,
সমস্ত পুত্রই পিতা কর্তৃক শাসিত হয়।”
হিতোপদেশ 3:11-12

7এখন যা কিছু কষ্ট পাচ্ছ যা পিতার কাছ থেকে
শাসন বলে মেনে নাও। পিতা যেমন তাঁর সন্তানকে
শাসন করেন, তেমনি করেই ঈশ্বর তোমাদের জীবনে
এইসব আসতে দিয়েছেন। সব সন্তানই পিতার
অনুশাসনের অধীন। 8তোমরা যদি কখনই শাসিত না
হও (পুত্রমাত্রেই শাসিত হয়) তবে তোমরা তো তাঁর
প্রকৃত সন্তান নও, যথার্থ পুত্র নও। 9এই পৃথিবীতে
আমাদের সবার পিতাই আমাদের মার্জিত ও সংশোধিত
করেন এবং আমরা তাদের সম্মান করি। যিনি আমাদের
আত্মিক পিতা তাঁর অনুশাসনের কাছে আমাদের
সত্যিকারের জীবনের জন্য আমরা কি আরো বেশী
মাথা নোয়াবো না? 10পৃথিবীতে আমাদের পিতারা অল্প
সময়ের জন্য শাস্তি দেন। তাঁরা যা ভাল মনে করেন
সেইভাবে শাস্তি দেন; কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সাহায্য
করার জন্য শাস্তি দেন যেন আমরা তাঁর মত পবিত্র
হই। 11কোনও ধরণের শাসনই শাসনের মুহূর্তে আমাদের
আনন্দ দেয় না বরং আমরা তাতে দুঃখ পাই; কিন্তু
এটা যাদের জীবনকে প্রভাবিত করেছে, পরে তাদের
জীবনে ধার্মিকতা ও শান্তি রাজত্ব করে।

জীবনযাপন সম্পর্কে সতর্ক হও

12তাই তোমাদের শিথিল হাত দুটোকে শক্ত করো,
অবশ হাঁটু দুটোকে সবল করে তোল। 13তোমাদের চলার
পথ সরল কর, খোঁড়া পা যেন গাঁট থেকে খুলে না যায়
বরং তা যেন সুস্থ হয়।

14সবার সঙ্গে শান্তিতে জীবনযাপন করতে চেষ্টা
কর, কারণ এই ধরণের জীবন ছাড়া কেউ প্রভুর দর্শন
লাভ করে না। 15দেখো, কেউ যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ
থেকে বঞ্চিত না হও। দেখো তোমাদের মধ্যে যেন
তিক্ততার শেকড় না গজিয়ে ওঠে। তোমাদের মধ্যে
এমন লোক থাকলে গোটা দলকে কলুষিত করতে পারে।
16সাবধান, কেউ যেন যৌন পাপে না পড়ে অথবা এষৌর
মতো ঈশ্বর-ভক্তি জলা লি না দেয়। এষৌ ছিল জ্যেষ্ঠ
পুত্র, সে তার পিতার সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী ছিল;
কিন্তু এক বেলার খাবারের জন্য সে নিজের জন্মাধিকার
বিকিয়ে দিয়েছিল। 17তোমরা তো জানো, পরে সে
বাবার আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করেও বিফল হল। তাঁর
বাবা তাকে সেই আশীর্বাদ দিতে অস্বীকার করলেন,
কারণ এষৌ তার ভুল শোধরাবার কোন পথ খুঁজে
পেল না।

18তোমরা এক নতুন স্থানে এসেছ; ইস্রায়েলীয়রা
যেমন এক পাহাড়ের সামনে এসেছিল এ স্থান তেমন
নয়। তোমরা সেই পাহাড়ের কাছে আসোনি যা স্পর্শ
করা যেত না, যা আগুনে জ্বলছিলো, তোমরা এমন
স্থানে আসোনি যা কিনা অন্ধকারময়, বিষাদময়, ঝঞ্ঝা-
বিক্ষুব্ধ। 19তারা যেমন শুনেছিল তেমন তূরীধ্বনি অথবা
সেই কণ্ঠস্বর তোমরা শুনতে পাচ্ছ না, যা শুনে তারা
মিনতি করেছিল যেন আর কোন বাক্য তাদের কখনো
শোনানো না হয়। 20কারণ যে আদেশ তাদের দেওয়া
হয়েছিল তা তারা সহ্য করতে পারল না। তাদের বলা
হল, “যদি কোন কিছু এমন কি কোন পশু পর্যন্ত পর্বত
স্পর্শ করে, তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলতে হবে।”*
21সেই দৃশ্য এমন ভয়ঙ্কর ছিল যে মোশি বললেন, “আমি
অত্যন্ত ভয় পেয়েছি আর কাঁপছি।”*

22কিন্তু তোমরা সেরকম কোন স্থানে আসোনি। যে
নতুন স্থানে তোমরা এসেছ তা হল সিয়োন পর্বত।
তোমরা জীবন্ত ঈশ্বরের নগরী স্বর্গীয় জেরুশালেমে
এসেছ। তোমরা সেই জায়গায় এসেছ যেখানে হাজার
হাজার স্বর্গদূতেরা পরমানন্দে একত্রিত হয়। 23তোমরা
এসেছ ঈশ্বরের প্রথমজাতদের সভাস্থলে, যাদের নাম
স্বর্গে লিখিত রয়েছে। যিনি সকলের বিচারকর্তা সেই
ঈশ্বরের কাছে এসেছ। সিদ্ধিপ্রাপ্ত আত্মার সমাবেশে
এসেছ। 24তোমরা যীশুর কাছে এসেছ যিনি ঈশ্বরের
কাছ থেকে তাঁর লোকদের জন্য নতুন চুক্তি এনেছেন।
সেই ছেটানো রক্তের কাছে এসেছ যা হেবলের রক্ত
থেকে উত্তম কথা বলে। 25সাবধান, ঈশ্বর যখন কথা
বলেন তা শুনতে অসম্মত হয়ো না। তিনি পৃথিবীতে
যখন সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন যারা তাঁর কথা শুনতে
অসম্মত হল তারা রক্ষা পেল না। এখন ঈশ্বর স্বর্গ
থেকে বলছেন, তাঁর কথা না শুনলে তোমাদের অবস্থা
ঐ লোকদের থেকেও ভয়াবহ হবে একথা সুনিশ্চিত
জেনো। 26সেই সময় তাঁর কথায় পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল;
কিন্তু এখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, “আমি আর একবার
পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তুলব। এমনকি স্বর্গকেও কাঁপিয়ে
তুলব।”* 27“আর একবার” এর অর্থ হল সমস্ত সৃষ্ট
বস্তু যাদের নাড়ানো যায় তাদের তিনি দূর করে দেবেন,
সুতরাং যা কিছু অনড় তা হবে চিরস্থায়ী।

28আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত কারণ আমরা একটা
জগতকে পেয়েছি যাকে নাড়ানো যায় না। আমরা কৃতজ্ঞ
চিত্তে ঈশ্বরের উপাসনা করব যাতে তিনি প্রীত হন।
আমরা তাঁর উপাসনা করবো শ্রদ্ধা ও ভীতির সঙ্গে,
29কারণ আমাদের ঈশ্বর সর্বগ্রাসী অগ্নিস্বরূপ।

13 তোমরা পরস্পরকে সাথী খ্রীষ্টীয়ান হিসেবে
ভালবেসে যেও। 2অতিথি সেবা করতে ভুলো
না। অতিথি সেবা করতে গিয়ে কেউ কেউ না জেনে
স্বর্গদূতদের আতিথ্য করেছেন। 3যারা বন্দী অবস্থায়
কারাগারে আছেন তাদের সঙ্গে তোমরা নিজেরাও যেন
বন্দী এ কথা মনে করে তাদের কথা ভুলো না। যারা
যন্ত্রণা পাচ্ছে তাদের ভুলো না; মনে রেখো তোমরাও
তাদের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা পাচ্ছো।

“যদি ... হবে” যাত্রা 19:12-13

“আমি ... কাঁপছি ” দ্বি বি 9:19

“আমি ... তুলব” হগয় 2:6

4বিবাহ বন্ধনকে তোমরা সবাই অবশ্য মর্যাদা দেবে,
যাতে দুটি মানুষের মধ্যে পবিত্র সম্পর্ক রক্ষিত হয়,
কারণ যারা ব্যভিচারী ও লম্পট, ঈশ্বর তাদের বিচার
করবেন। **5**তোমাদের আচার ব্যবহার ধনাসক্তিবিহীন
হোক। তোমাদের যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাক কারণ
তিনি বলেছেন,

“আমি তোমাকে কখনও ত্যাগ করবো না; আমি
কখনও তোমাকে ছাড়বো না।” *দ্বিতীয় বিবরণ 31:6*

6তাই আমরা সাহসের সঙ্গে বলতে পারি,

“প্রভুই আমার সহায়; আমি ভয় করবো না; মানুষ
আমার কি করতে পারে।” *গীতসংহিতা 118:6*

7তোমাদের নেতাদের কথা স্মরণ কর, যারা
তোমাদের কাছে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করে গেছেন। তাঁদের
জীবনের আদর্শ ও উত্তম বিষয়গুলির চিন্তা কর, ও
তাঁদের যে বিশ্বাস ছিল তার অনুসারী হও। **8**যীশু খ্রীষ্ট
কাল, আজ আর চিরকাল একই আছেন।

9নানাপ্রকার অদ্ভুত সব শিক্ষার দ্বারা বিপথে চলে
যেও না। হৃদয়কে ঈশ্বরের অনুগ্রহে শক্তিমান করো
তবে খাওয়ার নিয়মকানুন পালনের দ্বারা নয় কারণ
যারা খাদ্যাভ্যাসের খুঁটিনাটি মেনে চলেছে তার কোনও
সুফলই তারা পায় নি।

10আমাদের এক নৈবেদ্য আছে। যে যাজকেরা পবিত্র
তাঁবুতে উপাসনা করেন তাদের সেই নৈবেদ্য ভোজন
করার কোন অধিকার নেই। **11**মহাযাজক পশুদের রক্ত
নিয়ে মন্দিরের মহাপবিত্রস্থানে যেতেন পাপের বলি
হিসেবে; কিন্তু পশুদের দেহগুলি শিবিরের বাইরে পুড়িয়ে
ফেলা হত। **12**ঠিক সেই মতোই যীশু নগরের বাইরে
দুঃখভোগ করলেন। যীশু বলি হলেন যেন তাঁর নিজের
রক্তে তাঁর লোকদের পবিত্র করতে পারেন। **13**তাই
আমাদেরও ঐ শিবিরের বাইরে যীশুর কাছে যাওয়া
উচিত। যীশু যেমন লজ্জা, অপমান সহ্য করেছিলেন,
আমাদেরও উচিত সেই লজ্জা, অপমান বহন করা,
14কারণ এখানে আমাদের এমন কোন নগর নেই যা
চিরস্থায়ী; কিন্তু যে নগর ভবিষ্যতে আসছে আমরা
তারই প্রত্যাশায় রয়েছি। **15**তাই যীশুর মাধ্যমে আমরা
ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে স্তব-বলি উৎসর্গ করতে যেন বিরত
না হই। সেই বলিদান হল স্তবস্তুতি, যা আমরা তাঁর
নাম স্বীকারকারী ওষ্ঠাধরে করে থাকি। **16**অপরের উপকার
করতে ভুলো না। যা তোমার নিজের আছে তা অপরের
সঙ্গে ভাগ করে নিতে ভুলো না, কারণ এই ধরণের
বলিদান উৎসর্গে ঈশ্বর প্রীত হন।

17তোমাদের নেতাদের আদেশ মেনে চলো, তাদের
কর্তৃত্বের অধীন হও, কারণ তোমাদের আত্মাকে
নিরাপদে রাখার জন্য তাঁরা সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন। তাঁদের
কথা মেনে চলো কারণ তাঁদের এব্যাপারে হিসেব নিকেশ
করতে হবে, যাতে তারা আনন্দে এই কাজ করতে
পারেন, যন্ত্রণা ও দুঃখ নিয়ে নয়। তাদের কাজকে
কঠিন করে তুললে তোমাদের লাভ হবে না।

18আমাদের জন্য প্রার্থনা করো। আমরা নিশ্চয় করে
বলতে পারি যে, আমাদের শুদ্ধ বিবেক আছে; আর
জীবনে যা কিছু করি তা শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য নিয়ে করি।
19আমি তোমাদের বিশেষভাবে এই প্রার্থনা করতে বলছি
যে, আমি যেন শিগ্‌গির তোমাদের কাছে ফিরে যেতে
পারি। এটাই আমি অন্য সব কিছু থেকে বেশী করে
চাইছি।

20-21শান্তির ঈশ্বর যিনি মৃতদের মধ্য থেকে আমাদের
প্রভু যীশুকে ফিরিয়ে এনেছেন, রক্তের মাধ্যমে শাশ্বত
চুক্তি অনুযায়ী যিনি মহান মেষপালক, প্রার্থনা করি
সেই ঈশ্বর যেন তোমাদের প্রয়োজনীয় সব উত্তম
বিষয়গুলি দেন যাতে তোমরা তাঁর ইচ্ছা পালন করতে
পার। আমি নিবেদন করি যেন যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমেই
তিনি তা সাধন করেন। যুগে যুগে যীশুর মহিমা অক্ষয়
হোক।

22প্রিয় ভাই ও বোনেরা, এই চিঠিতে আমি সংক্ষেপে
যে উৎসাহজনক কথা তুলে ধরলাম তা ধৈর্য্য ধরে
শুনবে। **23**তোমাদের জানাচ্ছি আমাদের ভাই তীমথিয়
জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। তিনি যদি শিগ্‌গির আসেন
তবে আমি তাকে নিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে
যাব।

24তোমাদের নেতাদের ও ঈশ্বরের সকল লোককে
আমাদের শুভেচ্ছা জানিও। যারা ইতালী থেকে
এখানে এসেছেন তারা সকলে তোমাদের শুভেচ্ছা
জানাচ্ছে।

25ঈশ্বরের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সহবর্তী হোক্।